সংবাদ

30 JAN 2003
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

'সংবাদ'-এর সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রীর আলাপ

নতুন বিধিবিধান হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থায়

- ব্যবসায়িক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ট্যাক্স আদায়
- কিন্ডার গার্টেন ও ইংলিশ মিডিয়ামে বোর্ডের বই না পড়ালে স্বীকৃতি বাতিল
- পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে অতিরিক্ত ভর্তুকি নয়
- গত শিক্ষানীতি পাথরে লেখা নয় যে পরিবর্তন করা যাবে না

রাশেদ আহমেদ ॥ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে চালুকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারের

ড. ওসমান ফারুক

ট্যাক্সের আওতায় আনা, ইংরেজি মিডিয়াম ও কিন্ডার গার্টেনগুলোতে বোর্ডের কারিকুলাম অনুসরণ বাধ্যতামূলক করা এবং ১৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আয় বৃদ্ধির পদক্ষেপ নিচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সে সঙ্গে আওয়ামী লীগ সরকারের প্রণীত শিক্ষানীতি বদল করে ফেলা হচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক বলেছেন, যেসব ইংলিশ মিডিয়াম ও কিন্ডার গার্টেন স্কুলে পাঠ্যসূচিতে টেক্সট বুক বোর্ডের অনুমোদিত বই পড়ানো হবে না ওইসব প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি বাতিল করে দেয়া হবে।

তিনি বলেন, আমরা এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করতে চাই না তবে দেশের সামাজিক মূল ধারার বাইরে চলে যাচ্ছে কিনা তা মনিটরিং করার পদক্ষেপ নিয়েছি।

বেসরকারি উদ্যোগে দেশে যত্রতত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার তীব্র সমালোচনা করে তিনি বলেন, প্রয়োজনীয়তা ও নিয়মনীতি না মেনে এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠায় সুষ্ঠুভাবে বিকশিত হচ্ছে না। শিক্ষার মান বৃদ্ধি ও প্রসার ঘটনোর উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে না। বেশকিছু প্রতিষ্ঠান শিক্ষার নামে ব্যবসা ও প্রতারণা করছে জনসাধারণের সঙ্গে।

ব্যবসায়িক ভিত্তিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার বিপক্ষে সরকার নয়, তবে ব্যবসা করলে অবশ্যই সরকারকে ট্যাক্স দিতে হবে। বিধিবিধান ঃ পৃঃ ২ কঃ ২

বিধিবিধান ঃ শিক্ষা ব্যবস্থায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

গ্রামেগঞ্জে বেসরকারি কলেজ প্রতিষ্ঠা করে ছাত্র থাকুক বা না থাকুক এমপিওভুক্তির জন্য সরকারের কাছে ধরনা দেয়। এই প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় যাচাই-বাছাই না করে এখন আর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমোদিত দিচ্ছে না বলে তিনি উল্লেখ করেন।

'সংবাদ'-এর সঙ্গে সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে শিক্ষামন্ত্রী এসব কথা জানান।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, দেশে বর্তমানে কতগুলো ইংরেজি মিডিয়াম ও কিন্ডার গার্টেন স্কুল রয়েছে সেই তথ্য আমাদের কাছে নেই। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বার বার এ তথ্য জোগাড়ের চেষ্টা করেও পারা যায়নি। কারণ ওইসব স্কুলের অ্যাসোসিয়েশনের কাছে তেমন সহযোগিতা পাওয়া যায় না। এখন আমরা বৃহৎ আকারে একটি জরিপ চালানোর পদক্ষেপ নিয়েছি। এ জরিপ শেষ হলে যেসব প্রতিষ্ঠান ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে উচ্চ বেতন নিয়ে শিক্ষার নামে ব্যবসা করে তাদের নির্দিষ্ট অঙ্কের ট্যাক্স ধরে দেয়া হবে।

দেশের ১৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন, স্বায়ত্তশাসিত এসব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রচুর অর্থ সঙ্কটে রয়েছে। কারণ এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি। শিক্ষকদের নিয়মিত বেতন হয় না। ১৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন ১শ' ৭ কোটি টাকা বাজেট ঘাটতি রয়েছে; কিন্তু সরকারের পক্ষে তাদের অতিরিক্ত টাকা দেয়া সম্ভব নয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ১৩টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে আয় বৃদ্ধি করতে বলা হয়েছে। শিক্ষকরা বলেন, ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধি ছাড়া আয়বৃদ্ধি সম্ভব নয়; কিন্তু ছাত্রদের বেতন বৃদ্ধি করতে গেলেই ছাত্র আন্দোলন শুরু হবে। ড. ওসমান ফারুক বলেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যুগ যুগ ধরে ছাত্রদের ফি ১২ টাকা থাকবে- এটা কি করে হয়? আমরা হিসাব করে দেখেছি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি ছাত্রের পেছনে বছরে খরচ হয় ৪৫ হাজার টাকা, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে খরচ হয় ৮৭ হাজার টাকা, বঙ্গবন্ধু শেখমুজিব কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে খরচ হয় ১ লাখ ৬১ হাজার টাকা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষে এত ভর্তুকি দেয়া সম্ভব নয়। কারণ অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে টাকা চাইলে তারা বাজেটের অতিরিক্ত টাকা দিতে রাজি হয় না।

তিনি বলেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীদের টিউশন ফি অবশ্যই বাড়ানোর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা নেয়া উচিত। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সে পরামর্শ দিয়েছি। তা না হলে এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান বাড়বে না।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, একটা কথা মনে রাখা দরকার প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বেশিরভাগ উচ্চবিত্ত ঘরের সন্তানরা লেখাপড়া করছে। উচ্চ টিউশন ফি দেয়ার সুবাদে ভাল মানের শিক্ষা তারা পাচ্ছে। অর্থ সঙ্কটে পড়ে নানা সুযোগ-সুবিধার অভাবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মান নিম্নগামী হচ্ছে। এতে করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা পশ্চাদমুখী হয়ে পড়ছে। তিনি বলেন, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষা ব্যবস্থাও পুনর্বিন্যাস করা প্রয়োজন। অপ্রয়োজনীয় এবং অনুৎপাদনশীল যেসব সাবজেক্টের ডিপার্টমেন্ট রয়েছে তা বাতিল করে নতুন ও যুগের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ডিপার্টমেন্ট খোলা উচিত। এছাড়া ডিপার্টমেন্টের গুরুত্ব অনুযায়ী শিক্ষকদের বেতন বিন্যাস করা দরকার। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, নতুন যে শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছে, সেই কমিশন এসব বিষয়ে পরামর্শ দেবে বলে আশা করি।

গত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় যে শিক্ষানীতি করা হয়েছিল তার পরিণতি কি হয়েছে? আপনারা কি তা বাতিল করে দিয়েছেন- এ প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষানীতি পাথরে খোদাই করা কিছু নয় যে, পরিবর্তন বা সংশোধন করা যাবে না। সময়ের সাথে সঙ্গে তা পরিবর্তনশীল। গত শিক্ষানীতিসহ অতীতে আরও কিছু নীতি হয়েছে সেগুলো আমরা পড়েছি। এর মধ্যে ভাল-মন্দ দুটো দিকই রয়েছে। নতুন গঠিত শিক্ষা কমিশন আরও বৃহৎ আকারে একটি শিক্ষানীতিমালার সুপারিশ করবে। সে লক্ষ্যেই প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নতুন শিক্ষা কমিশন গঠন করে দিয়েছেন।